[২০১৮] ৬ এস. সি. আর. ৭০১

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন

বনাম

এম সাথিয়া প্রিয়া এবং অন্যান্যরা

(দেওয়ানি আপিল নং ২০১৪-এর ১০৮৫৪)

১৩ই এপ্রিল, ২০১৮

[মোহন এম. শান্তনগৌদার এবং নবীন সিনহা, বিচারপতিদ্বয়]

পরিষেবা আইন--পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ--উত্তরদাতাকে রাজ্যের উপ-পুলিশ সুপার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল--আইপিএস পদে নিয়োগের জন্য যেসব কর্মকর্তার নাম বিবেচনা করা হবে, তার মধ্যে বিবাদীর নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল--তার চাকরির নথির মৌখিক মূল্যায়নে, নির্বাচন কমিটি তাকে ২০০৮ সালের নির্বাচিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেনি--সংক্ষুব্ধ, বিবাদী সিএটি-এর কাছে আবেদন দায়ের করেছিলেন, যা অনুমোদিত হয়েছিল--সিএটি-এর রায় হাইকোর্ট কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে--আপিলকারী-ইউপিএসসি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ক্যাট এবং হাইকোর্ট উভয়ই ০১.০৪.২০০৩ থেকে ৩১.০৩.২০০৮ পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন বিবেচনায় নিতে ভুল করেছে--আপীলে, স্থির হয়েছেঃ নির্বাচন তালিকা তৈরির সময় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত আইপিএস প্রবিধান এবং নির্দেশিকাগুলি যৌথভাবে প্রয়োগ করতে হবে--নির্বাচন কমিটিকে কর্মকর্তার কর্মক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে, অর্থাৎ, নির্দেশিকা অনুসারে নির্বাচন তালিকা প্রস্তুত করার আগের পাঁচ বছরের পরিষেবা নথি সহ--যেহেতু কর্মকর্তাদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখ হল যে বছরের জন্য নির্বাচন করা হয় সেই বছরের ১লা জানুয়ারী, তাই নির্বাচন তালিকার পূর্ববর্তী বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি নির্দেশিকা অনুসারে বিবেচনা করা হবে--তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, নির্বাচন তালিকাটি ২০০৮ সালের জন্য প্রস্তুত করার কথা ছিল--এই বিষয়ে কর্মকর্তাদের যোগ্যতা গণনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ছিল ১লা জানুয়ারী, ২০০৮--সেই অনুযায়ী, ৩১শে মার্চ, ২০০৭ তারিখে শেষ হওয়া বছরের অর্থাৎ নির্বাচন তালিকার আগের বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি বিবেচনায় নেওয়া হবে--সেই অনুযায়ী, শুধুমাত্র ৩১শে মার্চ, ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত পাঁচ বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি প্রাসঙ্গিক, অর্থাৎ নির্বাচনের সময় ০১.০৪.২০০২ থেকে ৩১.০৩.২০০৭ তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন--নির্বাচন কমিটিও এই বিষয়ে যথাযথভাবে একই কাজ করছিল--

সি.এ.টি এবং হাইকোর্ট উভয়ই নিজেদের ভুল নির্দেশনা দিয়েছে এবং ০১.০৪.২০০৩ থেকে ৩১.০৩.২০০৮ পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন বিবেচনা করেছে--অধিকন্তু, ইউপিএসসি কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিটি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের মূল্যায়নের উপর আস্থা রাখতে হবে যদি না এটি বিদ্বেষপূর্ণ হয় বা কুৎসা বা স্বেচ্ছাচারিতার সাথে জড়িত হয়--তাৎক্ষণিক মামলায়, সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া কোনওটিই বিদ্বেষপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়নি, এবং নির্বাচন কমিটি কোনও গুরুতর ভুল করেনি যার ফলে স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিয়েছে--নির্বাচনটি যুক্তিসঙ্গতভাবে করা হয়েছিল--আইপিএস (পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ) প্রবিধান, ১৯৫৫ - প্রবিধান ৫।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করেঃ ১) হাইকোর্টের দ্বারা নিশ্চিত হওয়া ট্রাইব্যুনালের অনুসন্ধানে যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে, তার মূল কারণ হল নির্বাচন কমিটি দ্বারা নির্বাচনের সময়কাল/পরিধি সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে তারা ভুল করেছে। ২০০৮ সালের নির্বাচিত তালিকার ক্ষেত্রে আইপিএস পদে নির্বাচনের জন্য কোনও প্রার্থীকে বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে, নির্বাচন কমিটি দ্বারা ১.৪.২০০৩ থেকে ৩১.০৩.২০০৮ পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি বিবেচনায় নেওয়া যেত না। নির্দেশিকাগুলির অনুচ্ছেদ ৩.১ অনুসারে, যোগ্য কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন সেই বছরের আগের পাঁচ বছরে, যার জন্য নির্বাচিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেই বছরের আগে আধিকারিকের কর্মক্ষমতার বিশেষ উল্লেখ করে করা হয়। যেহেতু কর্মকর্তাদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য একটি নির্দিষ্ট বছরের ১লা জানুয়ারি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ নেওয়া হয়, যার জন্য নির্বাচন করা হচ্ছে, তাই নির্বাচনের তালিকার আগের বছরের ৩১শে মার্চ শেষ হওয়া বছর পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি নির্দেশিকাগুলির অনুচ্ছেদ ৩.২ অনুসারে বিবেচনা করতে হবে। হাতে থাকা বিষয়ে, ২০০৮ সালের জন্য বাছাই তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। সুতরাং, হাতে থাকা বিষয়ে কর্মকর্তাদের যোগ্যতা গণনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখ হল ১লা জানুয়ারি, ২০০৮। তদনুসারে, ২০০৭ সালের ৩১শে মার্চ শেষ হওয়া বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, অর্থাৎ বাছাই তালিকার বছরের আগের বছর, বিবেচনা করতে হবে। বাছাই কমিটি আধিকারিকের কর্মক্ষমতা অর্থাৎ গত পাঁচ বছর সহ পরিষেবার নথি বিবেচনা করবে, যে বছরের জন্য নির্বাচনের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে নির্দেশিকাগুলির অনুচ্ছেদ ৩.১ অনুসারে।

তদনুসারে, শুধুমাত্র ৩১শে মার্চ, ২০০৭-এ শেষ হওয়া বছর পর্যন্ত পাঁচ বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ নির্বাচনের সময় ০১.০৪.২০০২ থেকে ৩১.০৩.২০০৭ পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। হাতে থাকা বিষয়ে নির্বাচন কমিটিও একই কাজ করছিল। অতএব, কোনও ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় যে সিএটি এবং হাইকোর্ট এই ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ১.৪.২০০৩ থেকে ৩১.০৩.২০০৮ পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি বিবেচনায় নেওয়া উচিত ছিল কারণ এই সিদ্ধান্তটি আইপিএস (পদোন্নতি দ্বারা নিয়োগ) প্রবিধান, ১৯৫৫ এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এতে প্রণীত নির্দেশিকাগুলির বিরুদ্ধে।[অনুচ্ছেদ ১২][৭১৯ – সি – এইছ]

২) সিএটি এবং হাইকোর্ট তাদের উপসংহারে আসার সময় মূলত রাজ্য স্তরের কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রদত্ত গ্রেডিংয়ের উপর নির্ভর করে। তবে, প্রবিধান এবং তাতে প্রণীত নির্দেশিকাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, কর্মকর্তাদের শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য, নির্বাচন কমিটিকে প্রতিটি যোগ্য কর্মকর্তার পরিষেবা নথির সামগ্রিক আপেক্ষিক মূল্যায়ন বিবেচনা করতে হবে। বাছাই কমিটি কেবল বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ গ্রেডিং দ্বারা পরিচালিত হয় না বরং প্রতিবেদন/পর্যালোচনা/গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিপিবদ্ধ বিভিন্ন কলামে নির্দেশিত কর্মকর্তার গুণমানের ভিত্তিতে নিজস্ব মূল্যায়ন করে। অন্য কথায়, নির্বাচন কমিটিকে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রদত্ত গ্রেডিং বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে না কারণ এটি কেবল একটি ডাকঘর হিসাবে কাজ করবে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি প্রহসন ছাড়া আর কিছুই হবে না। একটি নির্দিষ্ট বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে নথিভুক্ত গ্রেডিং সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপাদানের উপর নির্ভর করে উক্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিটি দ্বারা প্রাপ্ত গ্রেডিংয়ের থেকে পৃথক হতে পারে।[অনুচ্ছেদ ১৩][৭২০ – এ – ডি]

৩) বাছাই কমিটি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত। এর সভাপতিত্ব করেন ইউপিএসসি-র চেয়ারম্যান বা সদস্য এবং যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা, যাঁদের এই বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে। যখন কোনও উচ্চ পর্যায়ের কমিটি বা কোনও বিশেষজ্ঞ সংস্থা প্রত্যেক প্রার্থীর যোগ্যতা বিবেচনা করে, গ্রেডিং মূল্যায়ন করে এবং

পদোন্নতির জন্য তাদের মামলাগুলি বিবেচনা করে, তাহলে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নির্বাচন কমিটির করা মূল্যায়নের উপর বসার সুযোগ সিএটি এবং হাইকোর্টের নেই। প্রাসঙ্গিক নথির আলোকে বিভাগগুলি কীভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে কোন নিয়মগুলি প্রযোজ্য তা নিয়ে প্রশ্নটি কেবলমাত্র নির্বাচন কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হবে। যেহেতু আইন অনুযায়ী নির্বাচন করার এখতিয়ার নির্বাচন কমিটির হাতে ন্যস্ত এবং যেহেতু নির্বাচন কমিটির সদস্যদের এই বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে, তাই পক্ষপাতিত্ব, দুর্বোধ্যতা বা স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কলুষিত হওয়া ব্যতীত এই জাতীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সাধারণত আদালতের পক্ষে উন্মুক্ত নয়। নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল হিসাবে বিবেচনা করা এবং প্রার্থীদের আপেক্ষিক যোগ্যতা যাচাই করা আদালতের কাজ নয়। কোনও প্রার্থী কোনও নির্দিষ্ট পদের জন্য উপযুক্ত কি না, এই প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে গঠিত বিশেষজ্ঞ সংস্থা অর্থাৎ নির্বাচন কমিটি দ্বারা নির্ধারণ করতে হয়। এই ধরনের বিষয়ে আদালতের বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ খুবই সীমিত।[অনুচ্ছেদ ১৫][৭২০ – জি , এইছ ; ৭২১-এ – সি]

৪) এই আদালত বারবার পর্যবেক্ষণ করেছে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, নির্বাচন কমিটির সুপারিশগুলিকে দুর্বোধ্যতা বা সংবিধিবদ্ধ নিয়মের গুরুতর লঙ্ঘনের ভিত্তিতে ছাড়া বিরোধিতা করা যাবে না। আপিল আদালতের মতো আদালত আপিল কর্তৃপক্ষ বা আম্পায়ার হিসেবে নির্বাচন কমিটির সুপারিশ পরীক্ষা করতে পারে না। এই বিচক্ষণতা কেবল নির্বাচন কমিটিকেই দেওয়া হয়েছে, এবং আদালত খুব কমই প্রার্থীর নির্বাচন পরীক্ষা করার জন্য আপিল আদালত হিসেবে বসে; এবং প্রতিটি প্রার্থীকে পরীক্ষা করা এবং তার মতামত নথিভুক্ত করা আদালতের কাজও নয়। যেহেতু ইউ. পি. এস. সি দ্বারা গঠিত নির্বাচন কমিটি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাই একজনকে তাদের মূল্যায়নের উপর আস্থা রাখতে হবে যদি না এটি বিদ্বেষের সাথে উদ্‌বুদ্ধ হয় অথবা কুৎসা বা স্বেচ্ছাচারিতায় উদ্‌ভূত হয়।[অনুচ্ছেদ ১৬][৭২২ – এফ, জি]

৫) হাতে থাকা বিষয়ে, সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি বিদ্বেষপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়নি, এবং নির্বাচন কমিটি দ্বারা কোনও গুরুতর ভুল করা হয়নি যার ফলে স্বেচ্ছাচারিতা ঘটে। নির্বাচনটি যুক্তিসঙ্গতভাবে করা হয়েছে। আবেদনকারী-উত্তরদাতা নং ১ নির্বাচন কমিটি দ্বারা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

তবে, তার চাকরির রেকর্ডের সামগ্রিক মূল্যায়নে, তার নাম নির্বাচিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি কারণ এর আকারের বিধিবদ্ধ সীমা ছিল এবং যেহেতু উচ্চতর গ্রেডিং প্রাপ্ত কর্মকর্তারা প্রবিধানের বিধি ৫(৫) এর বিধান অনুসারে নির্বাচিত তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য উপলব্ধ ছিলেন।[অনুচ্ছেদ ১৯][৭২৪ – সি – ডি]

দাস বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (১৯৮৬) সম্পূরক. এস. সি. সি. ৬১৭:

[১৯৮৭] এস. সি. আর. ৫২৭; ইউ. পি. এস. সি. বনাম কে. রাজাইয়া এবং অন্যান্যরা

(২০০৫) ১০ এস. সি. সি. ১৫; ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম এ. কে. নরুলা (২০০৭) ১১ এস. সি.

সি. ১০ ঃ [২০০৭] ৭ এস. সি. আর. ২৬২; এম. আই থিম্মাইয়া বনাম ইউ. পি. এস. সি.

(২০০৮) ২ এস. সি. সি. ১১৯: [২০০৭] ১৩ এস. সি. আর. ৬২৪-উল্লিখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৮৭] এস. সি. আর ৫২৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭
(২০০৫) ১০ এস. সি. সি ১৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০০৭] ৭ এস. সি. আর ২৬২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
[২০০৭] ১৩ এস. সি. আর ৬২৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৪ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১০৮৫৪।

২০১০ সালের ১৫৩৬৭ নং রিট পিটিশনে মাদ্রাজের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২৪.০৬.২০১৩ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

সুশ্রী বিনু তামতা, আপিলকারীর পক্ষে উকিল।

আর. ভেঙ্কটরমণি, প্রবীণ আইনজীবী, নিতীশ গুপ্ত, চন্দ্র প্রকাশ, ডঃ রিতু ভরদ্বাজ, যশরাজ বুন্দেলা, রাধাকৃষ্ণন, এম. যোগীশ কান্না, উত্তরদাতাদের জন্য আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি দ্বারা প্রদান করেছেন

মোহন এম. শান্তনাগৌদার, বিচারপতি--১) এই আপিলটি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সংক্ষেপে, "ইউপিএসসি") দ্বারা ২০১০ সালের ১৩৫৬৭ নং রিট পিটিশনে মাদ্রাজের হাইকোর্টের বিচার বিভাগ দ্বারা গৃহীত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট ইউ. পি. এস. সি দ্বারা দায়ের করা উপরোক্ত রিট পিটিশনটি খারিজ করে দিয়েছে এবং ০৭.০৪.২০১০ তারিখের চেন্নাই বেঞ্চের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের (সংক্ষেপে, 'সিএটি') আদেশটি নিশ্চিত করে, যেখানে সরকারী বিবাদীদের ১.৪.২০০৩ থেকে ৩১.৩.২০০৮ সময়কালের পরিষেবা রেকর্ড বিবেচনা করে আইপিএসে নিয়োগের জন্য এখানে প্রথম বিবাদীর নাম বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে, অর্থাৎ ৫.৫.২০০৯ তারিখ থেকে এই নিয়োগকে ধারণাগতভাবে

কার্যকর করে এবং বেসরকারী বিবাদীদের মধ্যে প্রথম বিবাদীকে যথাযথ জ্যেষ্ঠতার স্থান প্রদান করে তাকে আইপিএসে নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২) এই আপিলের দিকে পরিচালিত সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি হলঃ

প্রথম উত্তরদাতা (প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতা) তামিলনাড়ু রাজ্যে ডেপুটি পুলিশ সুপার হিসাবে নিযুক্ত হন; তিনি ২৬.০৫.১৯৯৭-এ দায়িত্ব পালনের জন্য যোগদান করেন; তিনি ১০,০৬.২০০৬-এ পুলিশ সুপার হিসাবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন এবং উক্ত পদে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছেন। রাজ্য পুলিশ পরিষেবার জ্যেষ্ঠতার তালিকায় (সংক্ষেপে "এস. পি. এস") অফিসাররা, প্রথম উত্তরদাতা, প্রদত্ত সময়ে, ক্রমিক সংখ্যা ১১-এ দাঁড়িয়েছিলেন। যেহেতু জ্যেষ্ঠতার তালিকার চতুর্থ ব্যক্তি অতিরিক্ত বয়সী ছিলেন, তাই প্রথম উত্তরদাতাকে কার্যকরভাবে এই মামলার উদ্দেশ্যে জ্যেষ্ঠতার তালিকায় ক্রমিক সংখ্যা ১০ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ২০০৮ সালে, ভারতীয় পুলিশ পরিষেবায় এস. পি. এস-এর জন্য দশটি শূন্যপদ ছিল (সংক্ষেপে, "আই. পি. এস"), যা একটি সর্বভারতীয় পরিষেবা। আই. পি. এস-এ পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ আই. পি. এস (পদোন্নতি দ্বারা নিয়োগ) প্রবিধান, ১৯৫৫ দ্বারা পরিচালিত হয় (এরপরে প্রবিধান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। 'বিবেচনার ক্ষেত্রটি শূন্যপদের সংখ্যার তিনগুণ এবং তাই, আই. পি. এস-এ নিয়োগের জন্য কমপক্ষে ত্রিশটি নাম বিবেচনা করা উচিত। প্রথম উত্তরদাতার নাম সহ এস. পি. এস-এর প্রথম ত্রিশজন কর্মকর্তার নাম ২০০৮ সালের জন্য আই. পি. এস-এ নিয়োগের জন্য বিবেচনার জন্য নির্বাচন কমিটির সামনে রাখা হয়েছিল। প্রথম উত্তরদাতার নাম বিবেচনাধীন ক্ষেত্রের ৯ নম্বর ক্রমিক ক্রমিক তে বিবেচনা করা হয়েছিল। তাঁর সার্ভিস নথির মৌখিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে, নির্বাচন কমিটি প্রথম উত্তরদাতাকে "ভাল" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে। এই গ্রেডিংয়ের ভিত্তিতে, ২০০৮ সালের নির্বাচিত তালিকায় তার আকারের বিধিবদ্ধ সীমা এবং নির্বাচিত তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য উচ্চতর গ্রেডিং সহ কর্মকর্তাদের উপস্থিতির কারণে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। যদিও, আগেকার সময়ে, এটি দেখা গিয়েছিল যে শ্রীমতি ভি জয়শ্রীর (এখানে উত্তরদাতা নং ৬) বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম বিচারাধীন ছিল, পরবর্তীকালে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা সাফ হয়ে যাওয়ার পরে, ভারত সরকার শ্রীমতি ভি জয়শ্রীকে আইপিএস হিসাবে নিয়োগ করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এইভাবে, উত্তরদাতা নং ৬ সহ দশটি শূন্যপদের সবকটিই ভারত সরকার দ্বারা পূরণ করা হয়েছিল।

৩) ২০০৮ সালের নির্বাচিত তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, প্রথম উত্তরদাতা সিএটি-র কাছে ২০০৯ সালের ৪৪১ নং মূল আবেদন দাখিল করেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যুক্তি দেন যে, তাঁর পরিষেবার নথির বৈধ মূল্যায়নের ভিত্তিতে, নির্বাচন কমিটির উচিত ছিল তাঁকে "অসামান্য" বা কমপক্ষে "খুব ভাল" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা এবং সেই ক্ষেত্রে তাকে আইপিএস পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত করা হত।

তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে তাঁর পরিষেবার রেকর্ড প্রায় সমস্ত ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের চেয়ে ভাল এবং নির্বাচন কমিটি আইপিএস পদে নিয়োগের জন্য তাঁকে ছাড়িয়ে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নির্বিচারে কাজ করেছে।

৪) সিএটি ২০০৯ সালের মূল আবেদন নং ৪৪১-এর অনুমতি দেয় যা এখানে প্রথম উত্তরদাতার দ্বারা তার তারিখ ০৭.০৪.২০১০-এর রায় দ্বারা দায়ের করা হয়েছে। সিএটি-এর রায় মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচার বিভাগ কর্তৃক ২০১০ সালের রিট পিটিশন নং ১৫৩৬৭-এ, ২৪.০৬.২০১৩ তারিখের আপত্তিকর রায় এবং আদেশের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। সিএটি এবং হাইকোর্টের রায়গুলি ইউ. পি. এস. সি দ্বারা এই আবেদনে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে।

৫) সংবিধানের ৩২০ অনুচ্ছেদের অধীনে ইউপিএসসি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে, তাতে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না। সর্বভারতীয় পরিষেবা আইন, ১৯৫১-এর বিধান অনুসারে, আইএএস/আইপিএস/আইএফএস-এর জন্য পৃথক নিয়োগের নিয়ম তৈরি করা হয়েছে। আইপিএস (নিয়োগ) বিধিমালা, ১৯৫৪-এর নিয়ম ৯-এর উপ-নিয়ম (১) অনুসারে, আইপিএস (পদোন্নতি দ্বারা নিয়োগ) বিধিমালা, ১৯৫৫ তৈরি করা হয়েছে। 'নিয়োগের পদ্ধতি প্রবিধান ৫-এ দেওয়া হয়েছে, যা এইভাবে পড়েঃ

"৫) উপযুক্ত কর্মকর্তাদের একটি তালিকা প্রস্তুতকরণঃ-

৫(১) প্রতিটি কমিটি সাধারণভাবে প্রতি বছর বৈঠক করবে এবং রাজ্য পুলিশ পরিষেবার সদস্যদের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে যা তাদের দ্বারা পরিষেবাতে পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রাজ্য পুলিশ পরিষেবার সদস্যদের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং নিয়োগ বিধির নিয়ম ৯-এর অধীনে তাদের জন্য উপলব্ধ পদগুলিতে, যে বছরে সভা অনুষ্ঠিত হয় সেই বছরের জানুয়ারির প্রথম দিন হিসাবে উল্লেখযোগ্য শূন্যপদের সংখ্যা অতিক্রম করবে না। নির্বাচন করার জন্য কমিটির বৈঠকের তারিখ এবং স্থান কমিশন দ্বারা নির্ধারিত হবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির কোনও সভা অনুষ্ঠিত হবে না এবং যে বছরের প্রশ্ন রয়েছে তার কোনও তালিকা প্রস্তুত করা হবে না যখন;

ক) নিয়োগ বিধির নিয়ম ৯-এর অধীনে রাজ্য পুলিশ পরিষেবার সদস্যদের জন্য উপলব্ধ পদগুলিতে বছরের জানুয়ারির প্রথম দিন হিসাবে কোনও উল্লেখযোগ্য শূন্যপদ নেই; অথবা

খ) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, নিয়োগ বিধিমালার নিয়ম ৯-এর অধীনে রাজ্য পুলিশ পরিষেবার সদস্যদের জন্য উপলব্ধ পদগুলিতে বছরের প্রথম জানুয়ারি হিসাবে উল্লেখযোগ্য শূন্যপদে কোনও নিয়োগ করা হবে না;

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কমিটির প্রথম শর্তাবলীতে উল্লিখিত কারণ ছাড়া অন্য কোনও কারণে কমিটির কোনও বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে না, এবং যখন কমিটির বৈঠক হবে, তখন প্রতি বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সময়ে কমিটির বৈঠক হতে পারে না, সেই বছরের জন্য আলাদাভাবে বাছাই তালিকা তৈরি করা হবে।

ব্যাখ্যাঃ-যৌথ ক্যাডারের ক্ষেত্রে, প্রতিটি রাজ্য পুলিশ পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি পৃথক বাছাই তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

৫ (২) উপ-প্রবিধান (১), -এ উল্লিখিত সংখ্যার তিনগুণের সমান কোনও সংখ্যার চাকরিতে জ্যেষ্ঠতার ক্রমে রাজ্য পুলিশ পরিষেবার সদস্যদের মামলাগুলি উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কমিটি বিবেচনা করবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এমন কোনও রাজ্যের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না যেখানে যোগ্য আধিকারিকদের মোট সংখ্যা নির্বাচিত তালিকার সর্বাধিক অনুমোদিত আকারের তিনগুণের কম এবং এই ক্ষেত্রে কমিটি সমস্ত যোগ্য আধিকারিকদের বিবেচনা করবে।

আরও শর্ত থাকে যে, বিবেচনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য সংখ্যা গণনা করার সময়, উপ-প্রবিধান (৩)-এ উল্লিখিত কর্মকর্তাদের সংখ্যা বাদ দেওয়া হবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি রাজ্য পুলিশ পরিষেবার কোনও সদস্যের মামলা বিবেচনা করবে না, যদি না সেই বছরের জানুয়ারির প্রথম দিনে, যার জন্য বাছাই তালিকা তৈরি করা হয়, তিনি রাজ্য পুলিশ পরিষেবায় স্থায়ী হন এবং ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ পদে বা রাজ্য সরকার কর্তৃক সমতুল্য ঘোষিত অন্য কোনও পদে বা পদে কমপক্ষে আট বছরের অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা (কার্যনির্বাহী বা স্থায়ী যাই হোক না কেন) সম্পন্ন করেন।

আরও শর্ত থাকে যে, যে কোনো মুক্তিপ্রাপ্ত জরুরি কমিশনপ্রাপ্ত বা স্বল্পকালীন কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে, যারা রাজ্য পুলিশ সার্ভিসে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন, পূর্ববর্তী অনুবিধির অধীনে প্রয়োজনীয় আট বছরের ক্রমাগত চাকরির হিসাব তাদের ওই সার্ভিসে অনুমিত নিয়োগের তারিখ থেকে গণনা করা হবে, তবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে, তারা তখনই বিবেচনার যোগ্য হবেন যদি তারা ওই বছরের জানুয়ারি মাসের ১ম তারিখের মধ্যে, যার জন্য নির্বাচন তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে, উপ-পুলিশ সুপার পদে বা রাজ্য সরকার কর্তৃক উক্ত পদের সমতুল্য ঘোষণা করা অন্য যে কোনো পদে অন্তত চার বছর নিরবিচ্ছিন্ন প্রকৃত চাকরি সম্পন্ন করে থাকেন।

ব্যাখ্যাঃ উপ-প্রবিধানের তৃতীয় বিধানের অধীনে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা সংবিধানভুক্ত রাজ্যের রাজ্য পুলিশ পরিষেবার সদস্যদের ক্ষেত্রে সেই রাজ্যের সরকার প্রয়োগ করবে।

৫ (২ (ক) মুছে ফেলা হয়েছে।

৫ (৩) যে বছরের জন্য নির্বাচন তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই বছরের ১লা জানুয়ারীতে ৫৪ বছর বয়স পূর্ণকারী রাজ্য পুলিশ সার্ভিসের সদস্যদের মামলা কমিটি বিবেচনা করবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, রাজ্য পুলিশ পরিষেবার কোনও সদস্য যার নাম কমিটির বৈঠকের তারিখের আগে পূর্ববর্তী বছরের জন্য প্রস্তুত করা বাছাই তালিকায় উপস্থিত থাকে এবং যিনি কেবলমাত্র সেই বাছাই তালিকায় অস্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে চাকরিতে নিযুক্ত হননি, তাকে কমিটি দ্বারা প্রস্তুত করা নতুন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিবেচনা করা হবে, যদিও তিনি ইতিমধ্যে ৫৪ বছর বয়সে পৌঁছেছেন।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, যে কোনো রাজ্য পুলিশ সার্ভিসের সদস্য, যিনি ওই বছরের জানুয়ারি মাসের ১ম তারিখে, যার জন্য নির্বাচন তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে, চুয়ান্ন বছর বয়সে উপনীত হয়েছেন, তাকে কমিটি বিবেচনায় নেবে, যদি তিনি ওই বছরের জানুয়ারি মাসের ১ম তারিখে বা তার অবিলম্বে পূর্ববর্তী যে কোনো বছরের জানুয়ারি মাসের ১ম তারিখে বিবেচনার যোগ্য হয়ে থাকেন, তবে পূর্ববর্তী ওই বছর বা বছরগুলিতে উপ-প্রবিধান (১)-এর অনুবিধির অধীনে আইটেম (খ) অনুসারে কমিটির কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণে তাকে বিবেচনা করা সম্ভব না হয়ে থাকে।

৫ (৩) (ক) কমিটি রাজ্য পুলিশ পরিষেবার এমন সদস্যের মামলা বিবেচনা করবে না যাকে পূর্ববর্তী বাছাই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবংঃ

ক) প্রবিধান ৯-এর অধীনে চাকরিতে নিয়োগের জন্য তার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি তিনি বৎসর শুরুর পূর্বে রাজ্য সরকারের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করেন এবং চাকরিতে নিয়োগের জন্য বিবেচিত হতে অনিচ্ছুক থাকেন, তাহলে তাকে নির্বাচন তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচনা করা হবে;

খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রবিধান ৯ (ক)-এর অধীনে চাকরিতে নিযুক্ত হননি।

৫(৪) বাছাই কমিটি যোগ্য আধিকারিকদের তাঁদের পরিষেবার নথির সামগ্রিক আপেক্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে "অসামান্য", "অত্যন্ত ভালো", "ভালো" এবং "অনুপযুক্ত" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করবে।

৫ (৫) তালিকাটি প্রথমে "অসাধারণ" হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ অফিসারদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নাম অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তুত করা হবে, তারপর একইভাবে "খুব ভালো" হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ অফিসারদের মধ্য থেকে এবং তারপরে একইভাবে "ভালো" হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ অফিসারদের মধ্য থেকে এবং প্রতিটি বিভাগের মধ্যে নামের ক্রম রাজ্য পুলিশ পরিষেবায় তাদের জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনও আধিকারিকের নাম অস্থায়ী হিসাবে বিবেচিত হবে যদি রাজ্য সরকার এই ধরনের কোনও আধিকারিকের ক্ষেত্রে সততার শংসাপত্র আটকে রাখে বা কোনও বিভাগীয় বা ফৌজদারি কার্যধারা তাঁর বিরুদ্ধে বিচারাধীন থাকে বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকূল কিছু থাকে যা তাঁকে চাকরিতে নিয়োগের জন্য অনুপযুক্ত করে রাজ্য সরকারের নজরে আসে।

আরও শর্ত থাকে যে, উপ-প্রবিধান (১) এর দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বছরভিত্তিক নির্বাচন তালিকা প্রস্তুত করার সময়, এইভাবে প্রস্তুতকৃত যেকোনো নির্বাচন তালিকায় অস্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তাকে স্বাভাবিক বিবেচনার ক্ষেত্রের পাশাপাশি পরবর্তী বছরের নির্বাচন তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচনা করা হবে এবং যদি তিনি অস্থায়ী ভিত্তিতে সেই বছরের জন্য উপযুক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন, তাহলে এই অন্তর্ভুক্তি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচিত তালিকার স্বাভাবিক আকারের অতিরিক্ত হবে।

ব্যাখ্যা I: কার্যধারাটি কেবল তখনই মুলতুবি হিসাবে বিবেচিত হবে যদি প্রকৃতপক্ষে অফিসারকে অভিযোগপত্র জারি করা হয় বা মামলা হিসাবে আদালতে দায়ের করা হয়।

ব্যাখ্যা II: রাজ্য সরকারের নজরে যে প্রতিকূল বিষয় এসে তাকে চাকরিতে নিয়োগের জন্য অনুপযুক্ত করে তুলেছে তা কেবল তখনই রাজ্যের নজরে এসেছে বলে বিবেচিত হবে যদি এর বিশদ বিবরণ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার সন্তুষ্ট হয় যে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ আধিকারিকের উপযুক্ততার উপর প্রভাব ফেলে এবং এর তদন্ত অপরিহার্য।

৫ (৬) বাদ দেওয়া হয়েছে।

৫ (৭) মুছে ফেলা হয়েছে।

৬) এখানে আপিলকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী সুশ্রী বিনু তামতা, আমাদের নথিতে থাকা বিষয়বস্তুর কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় বলেন যে সিএটি এবং হাইকোর্ট আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রথম উত্তরদাতার কার্যকারিতা কার্যত মূল্যায়ন করে ভুল করেছে এবং তাও ভুলভাবে; তারা বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি বিবেচনা করে ভুল করেছে ১.৪.২০০৩ থেকে ৩১.০৩.২০০৮ পর্যন্ত; প্রাসঙ্গিক বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা হবে ১৪.২০০২ থেকে ৩১.০৩.২০০৭ পর্যন্ত, নির্বাচন কমিটি কেবল সেই বছরগুলির বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি বিবেচনা করেছে, এবং তাই বিতর্কিত রায়গুলি আইনত খারাপ; নির্বাচন কমিটি কেবল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই নয়, বরং যোগ্যতা তালিকা/বিবেচনার ক্ষেত্রের অন্যান্য কর্মকর্তাদের তুলনায় কর্মকর্তার পরিষেবা নথি পরীক্ষা এবং সামগ্রিক আপেক্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করবে।

পূর্ব-উল্লিখিত নির্ধারিত এবং সর্বত্র অনুসরণ করা পদ্ধতির বিপরীতে, সিএটি, পাশাপাশি হাইকোর্ট, প্রথম উত্তরদাতার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে পাওয়া গ্রেডিংয়ের ভিত্তিতে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং তাও ০১.০৪.২০০৩ থেকে ৩১.০৩.২০০৮ সাল পর্যন্ত।

৭) এর বিপরীতে, প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ভেঙ্কটরমণি সিএটি এবং হাইকোর্টের রায়ের সমর্থনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রথম উত্তরদাতার পরিষেবা নথি ৩১.০৩.২০০৮ পর্যন্ত, এমনকি ৩১.০৩.২০০৭ পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই "অসাধারণ" ছিল;

প্রথম উত্তরদাতাকে "অসাধারণ" অথবা কমপক্ষে "খুব ভালো" হিসেবে গ্রেড দেওয়া উচিত ছিল; প্রথম উত্তরদাতার চেয়ে তার নবীনদের নিয়োগ করে প্রথম উত্তরদাতাকে অগ্রাহ্য করার জন্য একেবারেই কোনও কারণ বরাদ্দ করা হয়নি; অন্যান্য বেসরকারী উত্তরদাতাদের "খুব ভাল" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল কিন্তু নির্বাচিত ছয়জন জুনিয়রের মধ্যে কারোরই তাদের পরিষেবা নথিতে "অসামান্য" গ্রেডিং ছিল না, এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনের "খুব ভাল" গ্রেডিংও ছিল না; নির্বাচন কমিটি এবং ইউপিএসসি প্রবিধান অনুসারে প্রথম উত্তরদাতাকে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করেনি, এবং তাই সিএটি-র আগে যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল তা আইপিএস-এ প্রথম উত্তরদাতাকে নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়ে সঠিকভাবে সংশোধন করা হয়েছিল। আর. এস. দাস বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা ১৯৮৬ (সম্পূরক) এস. সি. সি ৬১৭-এর মামলার রায়ের উপর নির্ভর করে তিনি যুক্তি দেন যে, প্রবিধান ৫ বাছাই প্রক্রিয়ায় জ্যেষ্ঠতার ভূমিকা পরীক্ষা করে এবং যোগ্যতাকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া হয়। উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দ্বারা উল্লিখিত গোপনীয় চরিত্র তালিকা সহ পরিষেবার নথির ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে আজকাল, যদি কেউ জীবনের তথ্য এবং স্রোত সম্পর্কে সচেতন হয়, তবে এটি বলা যায় না যে কর্মকর্তাদের পরিষেবা নথির শ্রেণীবিভাগ এবং রায় কেবলমাত্র প্রবীণ কর্মকর্তাদের হাতে রয়েছে, এটি একটি যথেষ্ট সুরক্ষা। কিছু উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মধ্যে ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের অন্তর্নিহিত অর্থে যথেষ্ট হ্রাস ঘটেছে। অনেকের আচরণের উদাহরণ থেকে, কিছু প্রবীণ আধিকারিক এবং উচ্চ পদে থাকা পুরুষদের থেকে, এটি বলা যায় না যে ক্ষয়ের বিষয়ে এই ধরনের চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক নয়। যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন নির্বাচন করার কর্তৃত্বের উপর ব্যাপক বিচক্ষণতা প্রদান করে, এবং কারণের অভাবে কোনও নিরপেক্ষতা থাকবে না, এবং রাজ্য সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের নির্বাচন কমিটি দ্বারা বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, তিনি আপিল খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

৮) আর. এস. দাস বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (উপরে উল্লিখিত) মামলার ক্ষেত্রে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, প্রকৃত বা কাল্পনিক কোনও অভিযোগ খারিজ করার জন্য, নির্দেশিত পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগের জন্য কিছু উদ্দেশ্যমূলক ভিত্তি নির্ধারণ করা উচিত। যদি এই ধরনের উদ্দেশ্যমূলক ভিত্তি জানা যায়, এবং শ্রেণীবিভাগের পরে প্রবীণ অফিসারদের তুলনায় নবীন অফিসারদের নির্বাচন করা হয়, তবে নির্বাচন কমিটির কারণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, এবং এটি ন্যায়বিচারের নিয়ম লঙ্ঘন করবে না। প্রার্থীদের মনে যে কোনও সন্দেহ দূর করার জন্য, এই আদালত সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়েছে যে কর্মকর্তাদের শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য কিছু ভিত্তি থাকা উচিত,

এবং এই ধরনের ভিত্তি উদ্দেশ্যমূলক হওয়া উচিত এবং কেবল বিষয়গত মূল্যায়ন নয়, এবং আরও এই ধরনের ভিত্তি নির্দেশিকা আকারে প্রণয়ন করা উচিত। এই আদালতের এই ধরনের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিকা তৈরি করেছে যা নির্বাচন কমিটি এবং ইউপিএসসি-কে অনুসরণ করতে হবে। নির্দেশিকাগুলির প্রাসঙ্গিক অংশগুলি, ১২.০৩.২০০৮ অনুসারে, নিম্নরূপঃ

২.১) নির্বাচিত তালিকা প্রস্তুত করার জন্য, আইএএস (নিয়োগ ও পদোন্নতি) প্রবিধানের প্রবিধান ২ (১)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত "বছরের" প্রথম দিনে আধিকারিকদের যোগ্যতা গণনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখটি নেওয়া হয় এবং যা বর্তমানে ক্যালেন্ডার বছর। যে বছরে নির্বাচন কমিটি প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয় (অর্থাৎ এসসিএম বছর) তা প্রবিধান ২ (১) (১)-এর অধীনে সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উপরন্তু, এই নির্দেশিকাগুলিতে, যখন আইএএস (পদোন্নতি দ্বারা নিয়োগ) প্রবিধানের বিধানগুলির উল্লেখ করা হয়, তখন যথাক্রমে আইপিএস এবং আইএফএস প্রবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধানগুলি আইপিএস এবং আইএফএস নির্বাচিত তালিকা প্রস্তুত করার সময় প্রযোজ্য হবে।

২.২) পদোন্নতি প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী, যেখানে বাছাই কমিটি বছর অনুযায়ী বাছাই তালিকা তৈরি করে, সেখানে কর্মকর্তাদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখ নির্বাচিত তালিকা বছরের ১লা জানুয়ারি এবং পূর্ববর্তী বছরের বাছাই তালিকা প্রস্তুতির জন্য ধারণাগত নির্ধারিত তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর হিসাবে নেওয়া হয় যাতে যোগ্য আধিকারিকদের প্রাপ্যতা গণনা করা যায়। চলতি বছরের বাছাই তালিকার জন্য, যোগ্য আধিকারিকের প্রাপ্যতা বাছাই কমিটির বৈঠকের তারিখে গণনা করা হয়।

২.৩) পদোন্নতি প্রবিধানের প্রবিধান ৫ (৪) অনুসারে, বাছাই কমিটি যোগ্য কর্মকর্তাদের তাদের চাকরির রেকর্ডের (যেমন, এসিআর এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষিত নথিপত্র) সামগ্রিক আপেক্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে 'অসাধারণ', 'খুব ভালো', 'ভালো' বা 'অযোগ্য' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করবে। সামগ্রিক আপেক্ষিক মূল্যায়নের জন্য, কমিটি কেবল রিপোর্টিং/পর্যালোচনা/গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নথিভুক্ত করা গ্রেডিংয়ের উপর নির্ভর করবে না, বরং নীচে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে যোগ্য আধিকারিকদের পরিষেবা নথির স্বাধীন মূল্যায়ন করবে।

৩.১) নির্বাচন কমিটি প্রতিটি যোগ্য কর্মকর্তার চাকরির নথি পর্যালোচনা করবে, বিশেষভাবে সেই কর্মকর্তার পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের কার্যসম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে, যা সেই বছরের আগের পাঁচ বছরকে বোঝায়, যার জন্য নির্বাচন তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং আলোচনা শেষে কমিটি তাদের মূল্যায়ন পত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করবে, যা মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স [কর্মকর্তা × বছরভিত্তিক মূল্যায়ন] এবং কর্মকর্তাদের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কলাম অন্তর্ভুক্ত করবে।

৩.২) যেহেতু নির্বাচিত তালিকা প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখ নির্বাচিত তালিকার বছরের ১লা জানুয়ারি, তাই নির্বাচিত তালিকার পূর্ববর্তী বছরের ৩১শে মার্চ (যেখানে আর্থিক বছর অনুযায়ী এসিআর লেখা হয়) বা ৩১শে ডিসেম্বর (যেখানে ক্যালেন্ডার বছর অনুযায়ী এসিআর লেখা হয়) পর্যন্ত এসিআরগুলি নির্বাচন কমিটি বিবেচনা করবে।

৪.১) বাছাই কমিটি যোগ্য কর্মকর্তাদের নথি পরীক্ষা করে দেখবে এবং বিভিন্ন বছরের জন্য এসিআর-তে রিপোর্টিং/পর্যালোচনা কর্মকর্তা/গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিপিবদ্ধ বিভিন্ন কলামে নির্দেশিত কর্মকর্তার গুণমান সম্পর্কে আলোচনা করার পর তাদের মূল্যায়ন করবে এবং অবশেষে প্রতিটি কর্মকর্তাকে নির্ধারিত শ্রেণীবিভাগে পৌঁছাবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রশংসা সংক্রান্ত আদেশগুলি নির্বাচন কমিটি বিবেচনা করবে। একইভাবে এটি জরিমানা প্রদানের আদেশ বা আধিকারিককে জানানো কোনও বিরূপ মন্তব্যের বিষয়টিও বিবেচনা করবে, যা তাঁর প্রতিনিধিত্ব যথাযথভাবে বিবেচনা করার পরেও সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়নি।

৪.২) বাছাই কমিটি কেবল এসিআরএস-এ নথিভুক্ত সামগ্রিক গ্রেডিং, যদি থাকে, দ্বারা পরিচালিত হবে না, তবে এসিআর-এ নথিভুক্তির ভিত্তিতে নিজস্ব মূল্যায়ন করবে কারণ কখনও কখনও কোনও এসিআর-এ সামগ্রিক গ্রেডিং বিভিন্ন পরামিতি বা বৈশিষ্ট্যের অধীনে গ্রেডিংয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। উপরন্তু, অতিরিক্তভাবে, যদি পর্যালোচনাকারী কর্তৃপক্ষ বা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমতো, প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা বা পর্যালোচনাকারী কর্তৃপক্ষের করা মূল্যায়নের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করে, তবে মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পরবর্তী কর্তৃপক্ষের মন্তব্যকে চূড়ান্ত মন্তব্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে, যদি সংশ্লিষ্ট নথিপত্র থেকে স্পষ্ট হয় যে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বিবেচনা ও মনোযোগ প্রদান করে সচেতনভাবে ভিন্ন মূল্যায়নে উপনীত হয়েছে।

যদি প্রতিবেদন কারী আধিকারিক, পর্যালোচনাকারী কর্তৃপক্ষের মন্তব্যগুলি একে অপরের পরিপূরক হয় এবং অন্যটিকে অগ্রাহ্য করার প্রভাব না থাকে, তবে মন্তব্যগুলি একসঙ্গে পড়তে হবে এবং ৪.১ নং অনুচ্ছেদে নির্দেশিত নির্বাচন কমিটির দ্বারা চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা উচিত। এটি ডিওপি এবং টি-এর ডি. পি. সি নির্দেশিকা অনুসারেও রয়েছে, যা তার ওএম নং ২২০১১/৫/৮৬-ইএসটিটি (ডি) তারিখের ১০.০৪.১৯৮৯-এ অন্তর্ভুক্ত এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত।

৪.৪) আধিকারিকদের সামগ্রিক মূল্যায়ন চূড়ান্ত করার সময় একজন আধিকারিককে এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবেঃ

ক) "অসাধারণ", যদি নির্বাচন কমিটির মতে, আধিকারিকের পরিষেবার নথিতে প্রতিফলিত হয় যে তিনি ব্যতিক্রমী গুণাবলী ও দক্ষতার অধিকারী অসামান্য যোগ্যতার অধিকারী এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি গত পাঁচ বছরের এসিআর সহ কমপক্ষে চারটি এসিআর-এ প্রতিফলিত হয় (অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছর পর্যন্ত যার জন্য বাছাই তালিকা প্রস্তুত করা হয়) যদি তাকে অবশিষ্ট বছরের এসিআর-এ কমপক্ষে "ভাল" শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। একজন আধিকারিককে "অসামান্য" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার সময়, নিম্নলিখিত নির্দেশক নির্দেশিকাগুলি পালন করা হবে।

(i) যদিও এসিআর-এর সামগ্রিক গ্রেডিং-এর প্রাসঙ্গিকতা থাকবে, তবে, চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়ার জন্য, কমিটি কোনও আধিকারিককে "অসামান্য" এফ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এসিআর-এর সমস্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য/কলাম যেমন, কর্মক্ষমতা, লক্ষ্য অর্জন, তদারকি, পরিচালন ক্ষমতা, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

(ii) সুতরাং, অফিসারকে 'অসাধারণ' হিসাবে মূল্যায়ন করার আগে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ করা উচিত। বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন কমিটি দ্বারা প্রদত্ত গ্রেডিংয়ের মধ্যেও ধারাবাহিকতা থাকা উচিত।

(ii) এই ধরনের 'অসাধারণ' অফিসাররা অন্যান্য অফিসারদের ছাড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে, এই ধরনের অফিসারকে 'অসাধারণ' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার কঠোর নিয়মগুলি পূরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার আরও বেশি প্রয়োজন রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এসিআর-তে আইন-শৃঙ্খলা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য সাফল্য বা ব্যতিক্রমী কাজের প্রকৃতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা উচিত

(iv) পদায়ন কোনও আধিকারিকের যোগ্যতার মধ্যে পড়ে না যার জন্য তাঁর প্রতি বৈষম্য করা উচিত নয়। তবে, 'কমিটি এই ধরনের "অসামান্য" আধিকারিকরা যে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং আধিকারিককে মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়ায় বছরের পর বছর ধরে তাঁর দ্বারা সম্পাদিত দায়িত্বের প্রকৃতিও পরীক্ষা করতে পারে।

খ) "খুব ভাল", যদি নির্বাচন কমিটির মতে, তার এসিআরগুলি প্রতিফলিত করে যে অফিসার অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছেন এবং ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি শেষ পাঁচটি এসিআরের মধ্যে কমপক্ষে চারটিতে প্রতিফলিত হয় (অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছর পর্যন্ত যার জন্য বাছাই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে) তবে শর্ত থাকে যে তাকে অবশিষ্ট বছরের এসিআর-এ কমপক্ষে "ভাল" শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

গ) "ভাল", যদি নির্বাচন কমিটির মতে, পরিষেবার নথিগুলি প্রতিফলিত করে যে অফিসারের কর্মক্ষমতা সাধারণত সন্তোষজনক এবং তাকে পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয় এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলি গত পাঁচ বছরের প্রতিটি এসিআর-এ প্রতিফলিত হয় (অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছর পর্যন্ত যার জন্য নির্বাচিত তালিকা প্রস্তুত করতে হবে)।

ঘ) একজন আধিকারিককে" "অনুপযুক্ত" "হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে যদি তার প্রতিবেদনের কোনও ইতিবাচক যোগ্যতার অভাব থাকে বা যার কর্মক্ষমতা সাধারণত সন্তোষজনক না হয় বা যদি সাম্প্রতিকতম এসিআরগুলিতে এমন কিছু এন্ট্রি থাকে যা পদোন্নতির জন্য তার উপযুক্ততার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে যদি এসিআরগুলিতে জরিমানার আদেশ থাকে যা নির্বাচন কমিটির মতে অফিসারকে পদোন্নতির জন্য অনুপযুক্ত করে তোলে।"

নির্দেশিকাগুলির অনুচ্ছেদ ২.১ এবং ২.২ আধিকারিকদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখ নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ নির্বাচিত তালিকা বছরের ১লা জানুয়ারি। অনুচ্ছেদ ২.৩ ঘোষণা করে যে সামগ্রিক আপেক্ষিক মূল্যায়ন শুধুমাত্র প্রতিবেদনকারী/পর্যালোচনাকারী/গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নথিভুক্ত করা গ্রেডিংয়ের উপর নির্ভর করবে না, তবে নির্বাচন কমিটি পরিষেবা নথিগুলির নিজস্ব স্বাধীন মূল্যায়ন করবে। অনুচ্ছেদ ৩.১ মূল্যায়নের সুযোগ নিয়ে কাজ করে। নির্বাচন কমিটি প্রতিটি কর্মকর্তার কর্মক্ষমতা, অর্থাৎ, নির্বাচন তালিকা প্রস্তুত করার আগের পাঁচ বছরের পরিষেবা রেকর্ড বিবেচনা করবে।

অনুচ্ছেদ ৩.২-এ বলা হয়েছে যে, আধিকারিকদের যোগ্যতা গণনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখ নির্বাচিত তালিকা বছরের ১লা জানুয়ারি, তাই বাছাই তালিকার আগের বছরের ৩১শে মার্চ শেষ হওয়া বছর পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি বিবেচনায় নিতে হবে। অনুচ্ছেদ ৪.১ মূল্যায়নের পদ্ধতি নির্ধারণ করে। উক্ত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে, নির্বাচন কমিটি সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি খতিয়ে দেখবে এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের বিভিন্ন কলামে উল্লিখিত আধিকারিকের গুণমান নিয়ে আলোচনার পরে তার মূল্যায়ন করবে এবং অবশেষে উপসংহারে পৌঁছাবে। অনুচ্ছেদ ৪.২-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্বাচন কমিটি কেবল বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের সামগ্রিক গ্রেডিং দ্বারা পরিচালিত হবে না, বরং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের সমস্ত এন্ট্রির ভিত্তিতে নিজস্ব মূল্যায়ন করবে, কারণ কখনও কখনও এসিআর-এ সামগ্রিক গ্রেডিং বিভিন্ন মাপকাঠি বা বৈশিষ্ট্যের অধীনে গ্রেডিংয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। এর প্রকৃত অর্থ হল, নির্বাচন কমিটি ডাকঘর হিসাবে কাজ করবে না, বরং যথাযথ বুদ্ধির প্রয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। ৪.৪ অনুচ্ছেদে আধিকারিকদের সামগ্রিক মূল্যায়ন/শ্রেণীবিভাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ৩.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আধিকারিকদের সামগ্রিক মূল্যায়ন চূড়ান্ত করার সময়, একজন আধিকারিককে "অসামান্য", "খুব ভাল", "ভাল" এবং "অনুপযুক্ত" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। এই অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে কীভাবে এই ধরনের গ্রেডিং বরাদ্দ করা উচিত এবং কোন ভিত্তিতে।

৯) বাছাই তালিকা তৈরি করার সময় প্রবিধানগুলি এবং নির্দেশিকাগুলি যৌথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের মতে, নিয়মকানুন এবং নির্দেশিকাগুলি যৌথভাবে পর্যাপ্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করে এবং সেগুলি নিজের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বিধি তৈরি করে। প্রবিধান এবং নির্দেশিকাগুলির বিধান অনুসারে, ইউপিএসসি-র চেয়ারম্যান/সদস্যের সভাপতিত্বে নির্বাচন কমিটি আইপিএস পদে পদোন্নতির জন্য এস. পি. এস আধিকারিকদের নির্বাচনের জন্য একটি তালিকা তৈরি করে।

প্রবিধানের প্রবিধান ৫ (১) অনুসারে, আইপিএস পদে পদোন্নতির জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়োগ বছরের নির্বাচিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এস. পি. এস-এর সদস্যদের সংখ্যা ভারত সরকার (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক) দ্বারা নির্ধারিত হয়, রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শ করে, যে বছরের ১লা জানুয়ারী নির্বাচন কমিটির বৈঠক হয় সেই বছরের উল্লেখযোগ্য শূন্যপদের সংখ্যার কথা মাথায় রেখে। এরপর, রাজ্য সরকার ইউপিএসসি-তে একটি প্রস্তাব পাঠায়, যার সাথে জ্যেষ্ঠতা তালিকা, এসপিএস অফিসারদের একটি যোগ্যতা তালিকা (শূন্যপদ সংখ্যার সর্বোচ্চ তিনগুণ), সততার শংসাপত্র, শৃঙ্খলা/ফৌজদারি কার্যধারা সম্পর্কিত শংসাপত্র, প্রতিকূল মন্তব্যের তথ্য প্রদান সম্পর্কিত শংসাপত্র, যোগ্য অফিসারদের উপর আরোপিত শাস্তির বিবরণ ইত্যাদি এবং যোগ্য অফিসারদের সম্পূর্ণ এসিআর ডসিয়র অন্তর্ভুক্ত থাকে।

রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পূর্বোক্ত নথি প্রাপ্তির পর, ইউপিএসসি এই ধরনের নথি নির্বাচন কমিটির সামনে রাখে যখন বাছাই কমিটি নিয়োগ বছরের জন্য নির্বাচনের জন্য বৈঠক করে। প্রবিধানের প্রবিধান ৫ (৪)-এর বিধান অনুসারে, নির্বাচন কমিটি বিবেচনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত যোগ্য এস. পি. এস আধিকারিকদের তাদের পরিষেবার নথির সামগ্রিক আপেক্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে "অসামান্য", "খুব ভাল", "ভাল" বা "অনুপযুক্ত" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে। এরপরে, নির্বাচন কমিটি প্রবিধানের প্রবিধান ৫ (৫)-এর বিধান অনুসারে একটি তালিকা তৈরি করে, যার মধ্যে প্রথমে "অসামান্য" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ আধিকারিকদের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তারপরে "খুব ভাল" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ আধিকারিকদের মধ্যে থেকে এবং তারপরে একইভাবে "ভাল" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ আধিকারিকদের মধ্যে থেকে। প্রবিধান ৬ এবং ৬ক-এর বিধান অনুসারে, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্বাচন কমিটির সুপারিশগুলির উপর তাদের পর্যবেক্ষণ জমা দিতে হয়। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যবেক্ষণ এবং রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় নথি বিবেচনা করার পর, কমিশন প্রবিধান ৭-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন সহ বা ছাড়াই নির্বাচন কমিটির সুপারিশগুলির উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। আই. পি. এস-দের নিয়োগ ভারত সরকার (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক) দ্বারা নির্বাচিত তালিকা থেকে করা হয়। উপরে উল্লিখিত থেকে, এটি স্পষ্ট যে এস. পি. এস থেকে আই. পি. এস ক্যাডারে নির্বাচন এবং নিয়োগের জন্য সম্পূর্ণ পদ্ধতি নির্ধারিত রয়েছে।

১০) উপরে উল্লিখিত হিসাবে, প্রথম উত্তরদাতার যুক্তি হল যে, নির্বাচন কমিটির উচিত ছিল তার পরিষেবার নথির সামগ্রিক আপেক্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাকে "অসামান্য" বা কমপক্ষে "খুব ভাল" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা, এবং ফলস্বরূপ তাকে ২০০৮ সালের জন্য নির্বাচিত করা হত। তার আরও যুক্তি হল যে, তার পরিষেবার নথির তুলনামূলক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের সাথে, যারা তার চেয়ে নবীন ছিল, তাকে নির্বাচন তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেত না কারণ তার পরিষেবার নথি প্রায় সকলের চেয়ে ভাল। সুতরাং, তাঁর মতে, নির্বাচন কমিটি প্রথম উত্তরদাতাকে সরিয়ে নির্বাচনের উক্ত প্রক্রিয়ায় স্পষ্টভাবে নির্বিচারে কাজ করেছে।

১১) সিএটি এবং হাইকোর্ট কার্যত প্রথম উত্তরদাতার কর্মক্ষমতা নতুন করে মূল্যায়ন করেছে, প্রধানত ১ ৪.২০০৩ থেকে ৩১.০৩.২০০৮ সময়কালের পরিষেবা নথিগুলি বিবেচনা করে, এবং সরকারী উত্তরদাতাদের নির্দেশ দিয়েছে যে তাকে আইপিএস-এ নিয়োগ করার জন্য এই ধরনের নিয়োগকে প্রজ্ঞাপনের তারিখ, ৫/৫/২০০৯ থেকে কার্যকরভাবে বিবেচনা করে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার উপযুক্ত স্থান দিয়ে।

১২) আমাদের পর্যালোচিত মতে, হাইকোর্টের দ্বারা নিশ্চিত হওয়া ট্রাইব্যুনালের অনুসন্ধানে যে ত্রুটি ঘটেছে, তা এই মৌলিক সত্যের কারণে যে তারা একটি নির্বাচন কমিটির দ্বারা নির্বাচনের সময়কাল/সুযোগকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে ভুল করেছে। ২০০৮ সালের নির্বাচিত তালিকার ক্ষেত্রে আইপিএস পদে নির্বাচনের জন্য একজন প্রার্থীকে বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে, সিএটি এবং হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ১৪.২০০৩ থেকে ৩১.০৩.২০০৮ পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি নির্বাচন কমিটি বিবেচনা করতে পারত না।নির্দেশিকাগুলির অনুচ্ছেদ ৩.১ অনুসারে, যোগ্য আধিকারিকদের মূল্যায়ন বিশেষভাবে বিগত পাঁচ বছরে, যে বছরের জন্য বাছাই তালিকা তৈরি করা হয়েছে, সেই বছরের পূর্ববর্তী সময়ে আধিকারিকদের কর্মক্ষমতার কথা উল্লেখ করে করা হয়। যেহেতু আধিকারিকদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখটি একটি নির্দিষ্ট বছরের জানুয়ারিতে নেওয়া হয় যার জন্য নির্বাচন করা হচ্ছে, নির্বাচন তালিকার আগের বছরের ৩১শে মার্চ শেষ হওয়া বছর পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি নির্দেশিকাগুলির অনুচ্ছেদ ৩.২ অনুসারে বিবেচনায় নিতে হবে। হাতে থাকা বিষয়ে, ২০০৮ সালের জন্য বাছাই তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। সুতরাং, হাতে থাকা বিষয়ে আধিকারিকদের যোগ্যতা গণনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখ হল ১লা জানুয়ারী, ২০০৮। তদনুসারে, ৩১শে মার্চ, ২০০৭ শেষ হওয়া বছর পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, অর্থাৎ, বাছাই তালিকার বছরের আগের বছর, বিবেচনায় নিতে হবে। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, নির্বাচন কমিটি আধিকারিকের কার্যকারিতা বিবেচনা করবে, অর্থাৎ গত পাঁচ বছর সহ পরিষেবার নথি, যে বছরের জন্য নির্দেশিকাগুলির অনুচ্ছেদ ৩.১ অনুসারে বাছাই তালিকা প্রস্তুত করা হবে। তদনুসারে, শুধুমাত্র ৩১শে মার্চ, ২০০৭ শেষ হওয়া বছর পর্যন্ত পাঁচ বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ, নির্বাচনের সময় ০১.০৪.২০০২ থেকে ৩১.০৩.২০০৭ পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। হাতে থাকা বিষয়ে নির্বাচন কমিটিও একই কাজ করছিল। অতএব, কোনও ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় যে সিএটি, পাশাপাশি হাইকোর্টও ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ১.৪.২০০৩ থেকে ৩১.০৩.২০০৮ পর্যন্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি বিবেচনায় নেওয়া উচিত ছিল কারণ এই উপসংহারটি প্রবিধান এবং নির্দেশিকাগুলির বিরুদ্ধে ছিল।

১৩) সিএটি এবং হাইকোর্ট তাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় রাজ্যের আধিকারিকদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রদত্ত গ্রেডিংয়ের উপর নির্ভর করে। তবে, প্রবিধান এবং তাতে প্রণীত নির্দেশিকাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আধিকারিকদের শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য, নির্বাচন কমিটিকে প্রতিটি যোগ্য আধিকারিকের পরিষেবা রেকর্ডের সামগ্রিক আপেক্ষিক মূল্যায়ন বিবেচনা করতে হবে। বাছাই কমিটি কেবল বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ গ্রেডিং দ্বারা পরিচালিত হয় না বরং প্রতিবেদনকারু/পর্যালোচনাকারী/গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিপিবদ্ধ বিভিন্ন কলামে নির্দেশিত কর্মকর্তার গুণমানের ভিত্তিতে নিজস্ব মূল্যায়ন করে। অন্য কথায়, নির্বাচন কমিটিকে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রদত্ত গ্রেডিং বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে না কারণ এটি কেবল একটি ডাকঘর হিসাবে কাজ করবে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি প্রহসন ছাড়া আর কিছুই হবে না। একটি নির্দিষ্ট বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে নথিভুক্ত গ্রেডিং সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপাদানের উপর নির্ভর করে উক্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিটি দ্বারা প্রাপ্ত গ্রেডিংয়ের থেকে পৃথক হতে পারে।

১৪) ইউ. পি. এস. সি-র মনোনীত বিজ্ঞ আইনজীবী, সিএটি-এর কাছে ইউ. পি. এস. সি-র দাখিল করা হলফনামার বিষয়বস্তুর দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, নির্বাচন কমিটি বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে নথিভুক্ত করা সামগ্রিক গ্রেডিং পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করে যাতে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে সামগ্রিক গ্রেডিং বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরামিতি বা বৈশিষ্ট্যের অধীনে গ্রেডিং/মন্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়। আদালতের নজরে আনা হয়েছে যে, নির্বাচন কমিটি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্বারা কৃত প্রশংসনীয় কাজের জন্য প্রশংসা সংক্রান্ত আদেশগুলি বিবেচনা করে এবং আধিকারিকদের কাছে যথাযথভাবে জানানো জরিমানা বা কোনও বিরূপ মন্তব্যের আদেশগুলিও বিবেচনায় রাখে, যা উপযুক্ত ফোরাম দ্বারা তাদের প্রতিনিধিত্ব যথাযথভাবে বিবেচনা করার পরেও বাদ দেওয়া হয় না। সর্বভারতীয় পরিষেবায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সমস্ত রাজ্য/ক্যাডারের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়মগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য।

১৫) এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নির্বাচন কমিটি গঠিত হয়। এর সভাপতিত্ব করেন ইউপিএসসি-র চেয়ারম্যান বা সদস্য এবং যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা, যাঁদের এই বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে। আমাদের মতে, যখন একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি বা বিশেষজ্ঞ সংস্থা প্রতিটি প্রার্থীর যোগ্যতা বিবেচনা করে, গ্রেডিং মূল্যায়ন করে এবং পদোন্নতির জন্য তাদের মামলা বিবেচনা করে, তখন আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নির্বাচন কমিটির করা মূল্যায়নের উপর বসার জন্য সিএটি এবং হাইকোর্টের কোনও সুযোগ নেই।

প্রাসঙ্গিক নথির আলোকে বিভাগগুলি কীভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে কোন নিয়মগুলি প্রযোজ্য হয় সে সম্পর্কে প্রশ্নটি কেবলমাত্র নির্বাচন কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হবে। যেহেতু আইন অনুযায়ী নির্বাচন করার এখতিয়ার নির্বাচন কমিটির হাতে ন্যস্ত এবং যেহেতু নির্বাচন কমিটির সদস্যদের এই বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে, তাই পক্ষপাতিত্ব, দুর্বোধ্যতা বা স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে মূল্যায়নের প্রক্রিয়া কলুষিত হওয়া ব্যতীত এই জাতীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি আদালতের নেই। নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল হিসাবে বিবেচনা করা এবং প্রার্থীদের আপেক্ষিক যোগ্যতা যাচাই করা আদালতের কাজ নয়। কোনও প্রার্থী কোনও নির্দিষ্ট পদের জন্য উপযুক্ত কি না, এই প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে গঠিত বিশেষজ্ঞ, সংস্থা, অর্থাৎ নির্বাচন কমিটি দ্বারা নির্ধারণ করতে হয়। এই জাতীয় বিষয়ে আদালতের বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ খুব সীমিত।

আমরা এই বিষয়ে সচেতন যে বিশেষজ্ঞ সংস্থার মতামত সব পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে এবং তাই বিশেষজ্ঞ সংস্থার মতামত সব পরিস্থিতিতে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয় নয় বলে বলা ঠিক হবে না। আমাদের সাংবিধানিক পরিকল্পনায়, নির্বাচন কমিটি/নিয়োগ বোর্ডের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত এবং নিরপেক্ষ বলা যায় না। অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গির খুব বিপজ্জনক পরিণতি হবে এবং লর্ড অ্যাক্টনের বিখ্যাত শব্দগুলি মনে করিয়ে দিতে হবে "ক্ষমতা দুর্নীতিগ্রস্ত হতে থাকে এবং পরম ক্ষমতা পুরোপুরি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়।" এই ধরনের মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় উপরোক্ত নীতিটি মনে রাখতে হবে।যাইহোক, ইউ. পি. এস. সি-র দাখিল করা হলফনামা থেকে এটা স্পষ্ট যে, নির্বাচন কমিটি যা কিছুই নয়, একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা আই. পি. এস-এর জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করার আগে অভিজ্ঞতা, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা ও যাচাই করেছিল। নির্বাচন কমিটি প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে প্রতিটি প্রার্থীর যোগ্যতা ও দুর্বলতা যাচাই করেছিল এবং এর সুপারিশগুলি ইউ. পি. এস. সি-তে পাঠানো হয়েছিল। কমিটির সিদ্ধান্তে যদি বিদ্বেষ বা স্বেচ্ছাচারিতা না থাকে, তাহলে আদালতকে এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিবেচনা প্রদর্শন করতে হবে, এটি একটি স্থায়ী আইনি অবস্থান। প্রশাসনিক আইনে উদ্ভব হওয়া ন্যায্যতার মতবাদটি বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্তের উপর ট্রাইবুনেল এবং আদালতগুলিকে আপিল কর্তৃপক্ষতে রূপান্তরিত করার কথা ছিল না।

সীমাবদ্ধতাগুলি-স্ব-আরোপিত, নিঃসন্দেহে-রিট এখতিয়ার এখনও রয়ে গেছে। এগুলি উপেক্ষা করা বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করবে। এখতিয়ারটি দিশাহীন হয়ে যেতে পারে।

১৬) নিঃসন্দেহে, নির্বাচন কমিটি রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত শ্রেণীবিভাগ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, তবে, সঙ্গত কারণে, নির্বাচন কমিটি নিজস্ব শ্রেণীবিভাগ তৈরি করতে পারে যা বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রদত্ত গ্রেডিংয়ের সাথে ভিন্ন হতে পারে। ইউ. পি. এস. সি বনাম কে. রাজাইয়া এবং অন্যান্যরা (২০০৫) ১০ এস. সি. সি ১৫-এর ক্ষেত্রে এই আদালত যেমন রায় দিয়েছে, "অসাধারণ", "খুব ভাল", "ভাল" এবং "অনুপযুক্ত" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিটির হাতে ন্যস্ত। এটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি আনুষঙ্গিক কাজ। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে রাজ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ নির্বাচন কমিটির উপর বাধ্যতামূলক নয়। এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ নির্বাচন কমিটির বিশেষাধিকারের মধ্যে রয়েছে এবং কোনও কারণ নথিভুক্ত করার প্রয়োজন নেই, যদিও রাজ্য সরকারের সঙ্গে ভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে কারণ নথিভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। তবে কার্যকারিতার প্রকৃতি এবং প্রবিধান ৫ (৪)-এর অধীনে নির্বাচন কমিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা বিবেচনা করে, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের সাথে ভিন্নভাবে কোনও আধিকারিককে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য কারণ নথিভুক্ত করা কোনও আইনি প্রয়োজনীয়তা নয়। এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে নির্বাচন কমিটি বা ইউপিএসসি-র বিরুদ্ধে কার্যধারার কোনও পর্যায়ে প্রথম উত্তরদাতা দ্বারা বিদ্বেষ বা পক্ষপাতের কোনও অভিযোগ করা হয় না।

এই আদালত বারবার পর্যবেক্ষণ করেছে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, নির্বাচন কমিটির সুপারিশগুলিকে দুর্বোধ্যতা বা সংবিধিবদ্ধ নিয়মের গুরুতর লঙ্ঘনের ভিত্তিতে ছাড়া বিরোধিতা করা যাবে না। আপিল আদালতের মতো নির্বাচন কমিটির সুপারিশগুলি পরীক্ষা করার জন্য আদালত আপিল কর্তৃপক্ষ বা আম্পায়ার হিসাবে বসতে পারে না। এই বিচক্ষণতা কেবল নির্বাচন কমিটিকে দেওয়া হয়েছে, এবং আদালত খুব কমই কোনও প্রার্থী নির্বাচন পরীক্ষা করার জন্য আপিল আদালত হিসাবে বসে; প্রতিটি প্রার্থীকে পরীক্ষা করা এবং তার মতামত নথিভুক্ত করা আদালতের কাজও নয়। যেহেতু ইউ. পি. এস. সি দ্বারা গঠিত বাছাই কমিটি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাই আমাদের তাদের মূল্যায়নের উপর আস্থা রাখতে হবে যদি না এটি বিদ্বেষপূর্ণ বা খারাপ মনোভাব বা স্বেচ্ছাচারিতার সাথে প্রবর্তিত হয়।

১৭) ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম এ. কে. নারুলার (২০০৭) ১১ এস. সি. সি ১০-এ প্রতিবেদন করা মামলায় এই আদালত অনুরূপ পরিস্থিতিতে এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"১৫) নির্দেশিকাগুলি ডিপিসিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খেলার সুযোগ দেয় এই শর্তে যে এটি সিআর-এ নথিভুক্ত করা সামগ্রিক গ্রেডিং দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে সিআর-এ এন্ট্রিগুলির ভিত্তিতে নিজস্ব মূল্যায়ন করতে পারে। ডিপিসিকে প্রতিটি প্রার্থীর কর্মক্ষমতার একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন আলাদাভাবে করতে হবে, তবে একই মানদণ্ড, মাপকাঠি এবং নিয়মাবলী গ্রহণ করে। এটি তখনই যখন মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটি পক্ষপাত, খারাপ মনোভাব বা স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে কলুষিত হয়, তখন নির্বাচন হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায়। যেখানে ডিপিসি সমস্ত প্রার্থীকে একই মাপকাঠি এবং নিয়ম প্রয়োগ করে ন্যায্য, নিরপেক্ষ এবং যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছে এবং ডিপিসি দ্বারা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কোনও স্বেচ্ছাচারিতা নেই, আদালত হস্তক্ষেপ করবে না (এস. বি. আই. বনাম মহম্মদ মাইনুদ্দিন [(১৯৮৭) ৪ এস. সি. সি. ৪৮৬:১৯৮৭ এস. সি. সি. (এল এবং এস) ৪৬৪: (১৯৮৭) ৫ এটিসি ৫৯], ইউ. পি. এস. সি বনাম হিরণ্যলাল দেব [(১৯৮৮) ২ এস. সি. সি. ২৪২:১৯৮৮ এস. সি. সি. (এল এবং এস) ৪৮৪: (১৯৮৮) ৭ এটিসি ৭২] এবং বদ্রীনাথ বনাম তামিলনাড়ুর সরকার [(২০০০) ৮ এস. সি. সি. ৩৯৫:২০০১ এস. সি. সি. (এল এবং এস) ১৩ দেখুন])। পর্যালোচনা ডিপিসি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেছে এবং বিবাদীর মামলা আর এস ভার্কের মামলার সাথে কেন মিল ছিল না তার বিস্তারিত কারণ উল্লেখ করেছে। যদি সেই পরিস্থিতিতে, পর্যালোচনা ডিপিসি ১-৪-১৯৮৭ থেকে ৩১-৩-১৯৮৮ সময়কালের জন্য বিবাদীর গ্রেডিং "ভালো" থেকে "খুব ভালো" না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে বিবাদীর সামগ্রিক গ্রেডিং "ভালো" হিসাবেই থাকবে। ১৩-৬-১৯৯০ তারিখের ডিপিসি অনুসারে, তাকে "ভালো" সার্বিক রেটিংপ্রাপ্ত অফিসারদের ব্লক থেকে "খুব ভালো" সার্বিক রেটিংপ্রাপ্ত অফিসারদের ব্লকে স্থানান্তরিত করার এবং পদোন্নতির কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ডিপিসির বিরুদ্ধে খারাপ মনোভাব বা পক্ষপাতিত্বের কোনও অভিযোগের অভাবে এবং যে পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে তাতে কোনও স্বেচ্ছাচারিতার অভাবে, উচ্চ আদালত উত্তরদাতাকে আপগ্রেডের সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না, যেমনটি আর. এস. ভির্কের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।

১৮) এম. ভি. থিমাইয়া বনাম ইউ. পি. এস. সি (২০০৮) ২ এস. সি. সি ১১৯-এ প্রতিবেদন করা মামলায়, এই বিষয়ে বিভিন্ন রায় বিবেচনা করার পর এই আদালত এই মন্তব্য করেছেঃ

"৩০) আমরা বুঝতে পারছি না যে ট্রাইব্যুনাল কীভাবে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে বসে ব্যক্তিগত রেকর্ড তলব করতে পারে এবং এই অনুশীলন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিটি গঠন করতে পারে।

এই ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালকে দেওয়া হয়নি এবং এটা স্পষ্টভাবে বোঝা উচিত যে নির্বাচন কমিটির মূল্যায়ন ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের কাছে আপিলের বিষয় নয়। একজনকে তাদের মূল্যায়ন করার জন্য 'নির্বাচন কমিটি' কে কৃতিত্ব দিতে হবে এবং এটি আপিলের বিষয় নয়। প্রার্থীদের এসিআরগুলির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, একটি খুব ভাল বলে মনে করা যেতে পারে এবং অন্যটি ভাল বলে মনে করা যেতে পারে। যদি এই ধরনের হস্তক্ষেপের অনুমতি দেওয়া হয় তবে এটি কার্যত বোঝায় যে ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্টগুলি নির্বাচন কমিটি হিসাবে বসতে শুরু করেছে বা নির্বাচনের বিষয়ে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করে। এটি তাদের ক্ষেত্র নয়, এটি স্পষ্টভাবে বোঝা উচিত, কারণ এই আদালত বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে বলেছে।"

১৯) হাতে থাকা বিষয়ে আমরা দেখতে পাই যে, সিদ্ধান্ত নেওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি বিদ্বেষপূর্ণ ছিল না, এবং নির্বাচন কমিটি কোনও গুরুতর ভুল করেনি যার ফলে স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেয়। আমরা দেখতে পাই যে এটি বাছাই এবং বাছাইয়ের মামলা নয়, বরং নির্বাচনটি যুক্তিসঙ্গতভাবে করা হয়েছে। আবেদনকারী-প্রতিবেদক নং ১ নির্বাচন কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। তবে, তার পরিষেবা রেকর্ডের সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে, তার নাম তার আকারের বিধিবদ্ধ সীমার কারণে নির্বাচিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং যেহেতু উচ্চতর গ্রেডিং সহ আধিকারিকরা প্রবিধানের প্রবিধান ৫ (৫) এর বিধান অনুসারে নির্বাচিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য উপলব্ধ ছিলেন।

২০) উত্তরদাতা নং ৬ - শ্রীমতি ভি জয়শ্রীর মামলার কথা বলতে গেলে, প্রাথমিকভাবে তার বিরুদ্ধে কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বিচারাধীন ছিল। যদিও শাস্তিমূলক কার্যক্রম বিচারাধীন ছিল, তবুও শ্রীমতি ভি জয়শ্রী, উত্তরদাতা নং ৬, তার চাকরির নথির সামগ্রিক আপেক্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে, শাস্তিমূলক কার্যক্রমে ছাড়পত্র সাপেক্ষে, তার নাম অস্থায়ীভাবে নির্বাচিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যেহেতু রাজ্য সরকার উক্ত কর্মকর্তার সততা প্রত্যয়িত করেছিল, যেহেতু শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম নেতিবাচক প্রতিবেদনে শেষ হয়েছিল, তাই তাঁর নাম অবশেষে বাছাই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রবিধানের প্রবিধান ৫ (৫)-এর প্রথম বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিটি এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল, যা এইভাবে পড়েঃ

"তবে শর্ত থাকে যে, তালিকায় এইভাবে অন্তর্ভুক্ত কোনও আধিকারিকের নাম অস্থায়ী হিসাবে বিবেচিত হবে যদি রাজ্য সরকার এই ধরনের কোনও আধিকারিকের সম্পর্কে সততার শংসাপত্র আটকে রাখে বা তার বিরুদ্ধে কোনও বিভাগীয় বা ফৌজদারি কার্যধারা বিচারাধীন থাকে বা তার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকূল কিছু যা তাকে চাকরিতে নিয়োগের জন্য অনুপযুক্ত করে তোলে তা রাজ্য সরকারের নজরে আসে।"

প্রবিধান ৫(৫) এর শর্তাবলীতে বিশেষভাবে সেইসব কর্মকর্তাদের নির্বাচনী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন, নির্বাচনী তালিকায় তাদের অন্তর্ভুক্তি অস্থায়ী, বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলার ছাড়পত্র সাপেক্ষে। তবে, আই. পি. এস-এ তাদের নিয়োগ কেবলমাত্র প্রবিধানের প্রবিধান ৭ (৪)-এর দ্বিতীয় শর্তাবলী অনুসারে নির্বাচিত তালিকায় তাদের নাম নিঃশর্ত করার পরেই করা যেতে পারে, যা এইভাবে পড়েঃ

"৭(৪) নির্বাচিত তালিকা কার্যকর থাকবে সেই বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, যে বছরে নির্বাচন কমিটির সভা উপবিধি ৫-এর উপবিধি (১) অনুসারে তালিকা প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বা কমিশনের দ্বারা উপবিধি (১) অনুসারে নির্বাচিত তালিকার অনুমোদনের তারিখ থেকে ষাট দিন পর্যন্ত অথবা, ক্ষেত্রমতো, উপবিধি (২) অনুসারে চূড়ান্ত অনুমোদিত হওয়া পর্যন্ত, যা পরে ঘটে।

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নির্বাচিত তালিকায় অস্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত আধিকারিককে "শর্তহীন" ঘোষণা করার প্রস্তাব নির্বাচন তালিকা কার্যকর থাকার সময়কালে কমিশনের কাছে পাঠিয়েছে, সেই ক্ষেত্রে কমিশন পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে বা পরবর্তী নির্বাচন কমিটির বৈঠকের তারিখের আগে, যেটি আগে হোক, সেই সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবে এবং কমিশন যদি অস্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত আধিকারিককে নির্বাচন তালিকায় শর্তহীন ও চূড়ান্ত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ঘোষণা করে, তা হলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবিধান ৯-এর অধীনে অভিযুক্ত আধিকারিকের নিয়োগ বিবেচনা করবে এবং এই ধরনের নিয়োগ শুধুমাত্র নির্বাচন তালিকা কার্যকর না হওয়ার পরে যে কারণে করা হয়েছিল তার জন্য অবৈধ হবে না।

২১) যেহেতু শ্রীমতি ভি. জয়শ্রীর নাম, এখানে উত্তরদাতা নং ৬, নির্বাচিত তালিকায় অস্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় তার দোষমুক্তির পরে নির্বাচিত তালিকায় নিঃশর্ত করা হয়েছিল, তাই তিনি ২০০৮ ব্যাচে নিযুক্ত হন।

২২) নথিতে থাকা সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে আমরা সিএটি এবং হাইকোর্টের দ্বারা নির্ধারিত কারণগুলির সঙ্গে একমত হওয়ার কোনও ভিত্তি খুঁজে পাই না। হাইকোর্ট অদ্ভুতভাবে প্রথম বিবাদীর পক্ষে একটি নতুন অতিরিক্ত পয়েন্ট তুলে ধরেছে, এই পর্যবেক্ষণে যে, নির্বাচন কমিটির রক্ষণাবেক্ষণ করা রেকর্ড পর্যালোচনা করে, হাইকোর্ট রাজ্য সরকার কর্তৃক নথিভুক্তকৃত কর্মকর্তাদের গ্রেডিং খুঁজে পায়নি।

অন্যভাবে বলতে গেলে, হাইকোর্টের অভিমত ছিল যে, যেহেতু নির্বাচন কমিটির কাছে জমা দেওয়া নথিতে রাজ্য সরকারের নথিভুক্ত আধিকারিকদের গ্রেডিং অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাই সিদ্ধান্তে আসার সময় রাজ্য সরকার কর্তৃক নথিভুক্ত গ্রেডিং বিবেচনা করার সুযোগ ছিল না। আমরা উক্ত পর্যবেক্ষণগুলির সাথে একমত নই। 'বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সিএটি রাজ্য সরকারের গ্রেডিং সহ সমস্ত নথি বিবেচনা করেছে, যার অর্থ এই ধরনের নথি নির্বাচন কমিটির সামনে বিবেচনার সময় এবং সিএটি-র সিদ্ধান্তের সময়ও প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ ছিল।এই প্রসঙ্গে, ইউ. পি. এস. সি-র প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতের নজরে এনেছেন যে, নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে, রাজ্য সরকার কর্তৃক আধিকারিকদের দেওয়া গ্রেডিং সহ রাজ্য সরকার কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনগুলি রাজ্য সরকারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, কারণ সেই নথিগুলি রাজ্য সরকারের অন্তর্গত; বাকি নথিগুলি ইউ. পি. এস. সি-র কাছে রয়ে গেছে। ইউ. পি. এস. সি-র কাছে যে নথিগুলি ছিল সেগুলি হাইকোর্টের সামনে পেশ করা হয়েছিল। তবে, রাজ্য সরকার কর্তৃক নথিভুক্ত আধিকারিকদের গ্রেডিং সম্পর্কিত নথিগুলি হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সুরক্ষিত করতে পারত। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে নথি সংগ্রহ করার পরিবর্তে, হাইকোর্ট অদ্ভুতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই ধরনের নথি নির্বাচন কমিটির কাছে উপলব্ধ ছিল না। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এবং নিয়োগের পরে রাজ্য সরকারের কাছে নথিগুলি ফেরত পাঠানো নির্বাচন কমিটির পক্ষে স্বাভাবিক।

২৩) উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, সিএটি-র ০৭.০৪.২০১০ তারিখের রায় এবং মাদ্রাজের হাইকোর্টের ২৪.০৬.২০১৩ তারিখের রায়গুলি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

২৪) তদনুসারে, তাৎক্ষণিক দেওয়ানি আপিল অনুমোদিত। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu